দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ : 12 OCT 2016
পৃষ্ঠা : ১ কলাম : ১-৬

জঙ্গি পৃষ্ঠপোষকরা ধরা পড়ছে না

তিনজন শিক্ষকের নাম আসলেও পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করেনি • বিদেশে অবস্থানকারী কয়েকজনের নামও এসেছে

■ আবুল খায়ের

পুলিশ ও র‌্যাবের অভিযানে এ পর্যন্ত জেএমবির ৩২ জন সদস্য নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে মেজর জাহিদুল ইসলাম, তানভীর কাদেরী, আব্দুর রহমান ও তামিম আহমেদ চৌধুরীই সবচেয়ে বড় নেতা। অথচ এদের বলা হচ্ছে এরা মধ্যম সারির নেতা। এ ছাড়া অন্যরা জেএমবির আত্মঘাতী দলের সদস্য ও মাঠ পর্যায়ের কর্মী। কিন্তু জঙ্গিদের মাস্টারমাইন্ড বা মূল পৃষ্ঠপোষকদের কেউই এখনও ধরা পড়েনি। তাঁদের গ্রেফতারের ব্যাপারে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী খুব একটা এগুতে পেরেছে এমনটিও নয়। ফলে তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে আছে।

পুলিশের মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক ইত্তেফাককে বলেন, 'এতোদিন আমরা জেনেছি তামিম মাস্টারমাইন্ড। সে বিদেশের আদলে বাংলাদেশে জঙ্গিদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে মারা যাওয়ায় জঙ্গিদের অনেক কিছুই ভেস্তে গেছে। তবে এবার আমরা কয়েকজনকে ধরেই কাজ শেষ করব না। ওদের মূল খুঁজে বের করব।'

এদিকে জঙ্গি মদদ দেয়ার অভিযোগে আলোচনায় এসেছে তিন শিক্ষকের নাম। এদের একজন গণবিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অপর দুইজন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের এই শিক্ষকের পাকিস্তানের ইসলামাবাদে হাবিব ব্যাংকে একটি একাউন্ট রয়েছে। সেখান থেকে টাকা আসারও প্রমাণ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। অন্য দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে রয়েছে দুইটি ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ দুই নেতাকে হত্যার অভিযোগ। তারা ছাত্র জীবনে ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে নিশ্চিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি সূত্র। অথচ এই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়া হয়নি। এমনকি তাদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি।

সন্দেহভাজন পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম ড. রেজাউর রাজ্জাক। তার ব্যাপারেও কোনো তথ্য নেই গোয়েন্দাদের কাছে। গোয়েন্দারা জানতে পারেন তিনি বর্তমানে মালয়েশিয়ায় অবস্থান করছেন। পরে জানা গেল তিনি মালি গেছেন। আসলে ইমিগ্রেশনের খাতায় কোথাও তার নাম খুঁজে পাওয়া যায়নি। হয় তিনি দেশেই পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

জঙ্গি পৃষ্ঠপোষকরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আছেন নতুবা ভিন্ন নামে পাসপোর্ট নিয়ে দেশ ছেড়েছেন। কিন্তু এর কোনোটিই এখনও নিশ্চিত হতে পারেননি আমাদের গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

র‌্যাবের মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ ইত্তেফাককে বলেন, 'আমাদের অভিযান চলছে। এখন যারা ধরা পড়ছে তারা মাঠ পর্যায়ের কর্মী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিড লেবেল পর্যন্ত ধরা গেছে। তবে উচ্চ পর্যায়ে যারা আছে তাদের ব্যাপারে তথ্য নেয়া হচ্ছে। এ জন্য বিশেষ টিম কাজ করছে। তারা অত্যন্ত চতুর এবং উচ্চশিক্ষিত। মাঠ পর্যায়ের এই অভিযান গুছিয়ে আসলে মূল পৃষ্ঠপোষকদের দিকে নজর দেয়া হবে। কেউ পার পেয়ে যাবে না।'

একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে জঙ্গিদের কাছে টাকা আসার প্রমাণ তারা পেয়েছেন। সেখানে অবস্থান করে একাধিক বাংলাদেশি নাগরিক এই টাকা পাঠিয়েছেন। তাদের ব্যাপারেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিভাবে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা যায় বা আইনের আওতায় আনা যায় সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি ভারতে গ্রেফতার ছয় জঙ্গিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশের একটি টিম ইতিমধ্যে ভারতে যাওয়ার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। এর আগেও ডিবির একাধিক টিম কলকাতায় গিয়ে জঙ্গিদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিটের একজন কর্মকর্তা বলেন, আজিমপুরে অভিযানে নিহত হয় ডাস বাংলা ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা, শীর্ষ জঙ্গি নেতা তানভীর কাদেরী। নারায়ণগঞ্জের পাইকপাড়ায় অভিযানে নিহত হয় তামিম আহমেদ চৌধুরী এবং রূপনগরে নিহত হয় মেজর জাহিদ। এই তিনটি অভিযানই পরিচালনা করে পুলিশের কাউন্টার টেররিজম ইউনিট। পাশাপাশি আশুলিয়ায় র‌্যাবের অভিযানে মারা যান আব্দুর রহমান। এখন পর্যন্ত যেসব জঙ্গি নেতা মারা গেছে তাদের মধ্যে এই চারজনই বড় নেতা। অন্যরা মাঠ পর্যায়ের কর্মী।

এদিকে টাঙ্গাইল ও গাজীপুরে র‌্যাবের অভিযানে যে চারজন মারা গেছে তাদের মধ্যে দুইজনের পরিচয় নিশ্চিত করেছে র‌্যাব। এদের একজন আহসান হাবিব। সে টাঙ্গাইলের অভিযানে মারা গেছে। তার বাবার নাম আলতাফ হোসেন। নওগাঁর রানীনগরে তাদের বাড়ি। অন্যজন আমিনুল এহসান গাজীপুর অপারেশনে সে মারা গেছে। তার বাবার নাম গাফফার মন্ডল। তার বাড়ি জয়পুরহাটের জিল্লা কালাই। অন্য দুইজনের পরিচয় এখনও নিশ্চিত নয়।